ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 46 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০২ ● কলকাতা ● ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৬ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 11

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কেবল যাচ্ছিলাম। এক অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে তো যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফেরার রাস্তা জানা ছিল না। ফিরে আসব কি না, তাও জানা ছিল না। আগের তিন রাত জঙ্গলে কাটিয়েছি।

না গায়ে দেওয়ার কিছু ছিল, না বিছানোর, তাই ঘুমও আসেনি। আর তিন রাত্রি ঘুম না হওয়াতে, চোখও জ্বলছিল। কিন্তু কাল থেকে তো আমরা খুবই নির্জন জায়গায় পৌঁছেছি।

কাল থেকে কোন মানুষই দেখিনি। এর পরে কোন মানুষ কখনও দেখতে পাব কিনা, জানতাম না। মানব-বসতি পিছনে ছেড়ে এসেছি, আর জঙ্গল ঘন হওয়ার জন্যে আর কোন মানব-বসতি পড়বে, এরকম লাগছিল না। সেই দিন মনে হল যে মানুষ এক সামাজিক প্রাণী। সেইজন্যে তারা একত্রে থাকতে পছন্দ করে। সর্বদা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে, ছোট ছোট গ্রাম বানিয়ে থাকে। ঐ জঙ্গল ঘন হওয়ার জন্য- "মানুষ এক সামাজিক প্রাণী"- এরকম জ্ঞান হল।

৪ কোটি খরচে শিয়ালদহ স্টেশনে বসছে নতুন সিস্টেম, চোখ-নাক স্ক্যান হবে মুহূর্তে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার শিয়ালদহ স্টেশনের নিরাপত্তায় আরও জোর দিল রেল। প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে। পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম শিয়ালদহ স্টেশনে বসানো হচ্ছে 'ফেসিয়াল রেকগনেশন ক্যামেরা সিস্টেম'। প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই নতুন সিস্টেম বসানো হচ্ছে।২০২৬ সালের মধ্যে মোট ৫০০টি ক্যামেরা শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রেলের আধিকারিকরা। বর্তমানে শিয়ালদহে মোট ২৪০টি ক্যামেরা রয়েছে, কিন্তু সেগুলি নয়া প্রযুক্তির নয়। যে কারণেই এই নয়া আধুনিক ক্যামেরা বসিয়ে অপরাধীদের ধরা সম্ভব পর হবে বলেই দাবি আরপিএফ সূত্রে।শিয়ালদহ স্টেশনে ১১৭টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লাগানো হচ্ছে ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরু হয়েছে বলে শিয়ালদহ ডিভিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে দৈনিক ১৫ থেকে ১৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন।

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের আগে প্রস্তুত থাকতে চাইছে বিজেপি

বেবি চক্রবর্তী:কলকাতা

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য দলের কর্মীদের কেন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে গেরুয়া শিবির?

বিহারে ভোটার তালিকা থেকে ৫৬ লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। কাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাও জানিয়েছে কমিশন। তবে তাতে বিতর্ক থামেনি। এই পরিস্থিতিতে কমিশন বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরুর আগে প্রস্তুত থাকতে চাইছেন শমীক ভট্টাচার্যরা। তাই, দলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে বঙ্গ বিজেপি। ইতিমধ্যেই সেই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে তারা।

কীভাবে হচ্ছে সেই প্রশিক্ষণ?

জানা গিয়েছে, দলের নেতা-কর্মীদের দুটি ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একটি বিএলও ওয়ান। যা বিধানসভা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। অন্যটি বিএলও টু। যা বুথভিত্তিক। প্রত্যেক বিধানসভায় তিনজন করে বিএলও ওয়ান থাকছেন। এই তিনজনের নাম ইলেকট্রোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ERO) এবং ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার(DEO) তথা জেলাশাসকের কাছে জমা দিতে হবে।

বিএলও ওয়ান হিসাবে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাঁরাই বিএলও টু-দের প্রশিক্ষণ দেবেন। বিএলও ওয়ান হিসাবে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার নেতা-কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিজেপি। আগামী ২০ অগস্ট পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ।

বিজেপির এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ভোটার তালিকা সংশোধনে কী কাজ করবেন?

বিজেপির বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনে এটা নতুন প্রক্রিয়া। সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না থাকতে পারেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় ভোটারদের ফর্ম পূরণে সাহায্য করবেন এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। কিংবা কোন নথি জমা দিতে হবে, সেগুলো জানাবেন। তাছাড়া, অনেকসময় বুথ লেভেল অফিসারদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। সেই গাফিলতিও যাতে না হয়, সেসব দিকে নজর রাখবেন এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা।

বাংলায় SIR হলে কোন পথে হাঁটবে তৃণমূল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লী:- তবে বাংলায় ভোট বয়কট নয়, বরং আন্দোলনকেই হাতিয়ার করেই পথে নামতে তৈরি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিহারের নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনে ইতিমধ্যেই ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। আরও ভোটারের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করছেন বিরোধীরা। এদিকে শোনা যাচ্ছে, বিহারের পরই পশ্চিমবঙ্গেও অগস্ট মাস থেকে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনী শুরু হতে পারে। তাহলে বাংলাতেও কি লাখ লাখ ভোটারদের নাম বাদ যাবে?

তবে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে বিহারের মতো বাংলায় ভোটারদের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করা হবে।

ভাঙন ব্যাধি রোধ করতে অক্ষম বর্তমান সরকার দাবি বিজেপি

পার্থ ঝা,মানিকচক

গঙ্গা ভাঙন যেন বাৎসরিক উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে মালদার মানিকচক জুড়ে। বর্ষা নামতেই শুরু হয়েছে জোরদার ভাঙ্গন। কখনো ভুতনি তো কখনো গোপালপুর ডোমহাট এলাকা জুড়ে চলছে নদী ভাঙ্গনের খেলা। মানিকচকের জোতপাট্টা, রামনগর এলাকাতেও একই চিত্র ধরা পরল আমাদের ক্যামেরায়।

ভাঙ্গন রোধে পাকাপাকি কাজের দাবিতে রাস্তায় সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা প্রশাসনের কাজে কোনভাবেই সন্তুষ্ট নন তারা বালির বস্তা দিয়ে হবে না চান স্থায়ী সমাধান। কিছুদিন আগেই খবরের জেরে ভাঙ্গন রোধের কাজ বালির বস্তা দিয়ে হয়েছিল তবে এ কাজে খুশি নন এলাকাবাসী ।তাদের দাবি এতে কোনোভাবেই ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব নয়। ভাঙ্গন রোধ করতে গেলে পাকাপাকি কাজের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে এলাকার প্রায় ২০০ মিটার জমিসহ এলাকা গঙ্গা গর্ভে। ফলে দুশ্চিন্তায় রাত কাটাচ্ছেন নদী পাড়ের বাসিন্দারা। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল জানান, গঙ্গা ভাঙন মালদা জেলার ব্যাধি।জেলা প্রশাসন এই ব্যাধিকে রোধ করতে অক্ষম। বছর বছর উৎসবের মেজাজ এ গঙ্গা ভাঙ্গন আসে কিছু সুবিধাভোগী মানুষদের বেশ সুবিধা হলেও হাজার হাজার মানুষের ভিটে ঘর মাটি ছাড়া হতে হয়। গঙ্গা ভাঙানোর স্থায়ী কাজ না করলে কোন ভাবে ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব না। প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার কাজ হয় কাজ শেষে সব টাকায় জলে যায় অর্থাৎ পেটে যায় এমনটাই জানান তিনি। কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে কাট্টানি চলে, আর দুর্ভক ভুগতে হয় সাধারণ মানুষদের। স্থায়ী সমাধানে ব্যর্থ বর্তমান সরকার।

ভাইরাল ভিডিও প্রসঙ্গে মন্তব্য দিলীপ ঘোষে'র

কলকাতা:- অবশেষে 'ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে'র ভিডিও ভাইরাল প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ। দলেরই কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেছে বলেই দাবি তাঁর। প্রশ্ন উঠছে, কে বা কাদের ইঙ্গিত করছেন দিলীপ? তবে কি কালিমালিপ্ত করে দল থেকে তাঁর অস্তিত্ব একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে নাকি অন্য কিছু? যদিও এ বিষয়ে প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি কিছুই খোলসা করেননি।শুক্রবার দিলীপ ঘোষ বলেন, "ভিডিওটি প্রসঙ্গে শুনেছি। দেখেছি। দলের একাংশ ষড়যন্ত্র করেছে। এরা যে কত নিচে নামতে পারে, তার এটাই প্রমাণ। এটা ভাবমূর্তি নষ্টের অপচেষ্টা। এরা যোশীজিকেও অপদস্থ করতে ছাড়েনি।" এই ভিডিওর সঙ্গে যে বা যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দেন দিলীপ। বলে রাখা ভালো, সোশাল মিডিয়ায় সম্প্রতি দিলীপের কয়েকটি ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে বলা হচ্ছে, এটি নাকি দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত মুহূর্ত! যদিও দিলীপের ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, এই ছবিগুলি যে ফেক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়ানো, তাতে কোনও সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। ওই ছবিতে যাকে দেখা গিয়েছে তিনি কোনওভাবেই দিলীপ ঘোষ নন।

(১ম পাতার পর)

৪ কোটি খরচে শিয়ালদহ স্টেশনে বসছে নতুন সিস্টেম, চোখ-নাক স্ক্যান হবে মুহূর্তে

ওই স্টেশনে কিন্তু অপরাধের বহর বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাড়ছে বলে দাবি রেলের আধিকারিকদের। এমনকী অপরাধীরা নিজেদের অপরাধের কৌশলও বদল করছে। সেই কারণেই এই ধরনের ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

একটি বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি থাকছে এই ক্যামেরায়। এটি একজন ব্যক্তির মুখের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাকে শনাক্ত করে। রেল স্টেশনে প্রবেশের পর, এটি ডিজিটাল ছবি বা ভিডিয়ো ফ্রেমে মানুষের মুখের চোখ, নাক, মুখ এবং মুখের গঠন স্ক্যান করবে।

তারপর এটি ডেটাবেসে থাকা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি এআই এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে তৈরি। যদি ডেটাবেসে থাকা কোনও অপরাধী ক্যামেরার সামনে বা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে চলে আসে, তাহলে ওই ক্যামেরা সহজেই তাকে চিহ্নিত করতে পারবে। আরপিএফ জওয়ানদের কাছে চলে যাবে সেই তথ্য। অভিযুক্তকে দ্রুত ধরা সম্ভব হবে বলেই শিয়ালদহ ডিভিশনে রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে সিবিআই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরেশ পাল জামিন মামলায় প্রশ্নের মুখে সিবিআই। পরেশ পাল ভাষণে কী বলেছিলেন? সেটা অতিরিক্ত চার্জশিট নেই কেন? অন্যদিকে এদিন আবার সিবিআই কোর্টে বলে তাঁদের কাছে নাকি কেস সংক্রান্ত কিছু ভিডিয়ো এসেছে। যদিও এ কথা শোনার পর ভিডিয়ো সম্পর্কে বিশদে জানতে চান বিচারপতি। যে ভিডিয়োগুলির কথা বলছেন, সেখানে পরেশ পাল-সহ তিনজনের নাম আছে কি?এদিকে এরইমধ্যে আবার আবার অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারের তাঁর উপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন। বিশ্বজিত আঙুল তুলছেন, তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের বিরুদ্ধে। পাল্টা বিশ্বজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে মানহানি এবং চক্রান্ত করার অভিযোগ দায়ের করলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। এদিন সেই মামলার কথাও আলাদা করে কোর্টে

এরপর ৪ পাতায়

বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে ৬১ লক্ষের নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকা নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের পাল্টি খেল জ্ঞানেশ কুমারের জমানায় 'বিতর্কিত' হয়ে ওঠা নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) কমিশনের তরফে প্রকাশিত সর্বশেষ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'বিহারে সংশোধিত নতুন ভোটার তালিকা থেকে ৬১.১ লক্ষ নাম বাদ পড়তে পারে।চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে ভোটার তালিকার এসআইআর করতে গিয়ে আগেই বিতর্কের মুখে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় সংশোধন নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে ওই মামলার শুনানিও শুরু হয়েছে। যদিও শীর্ষ আদালত 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার উপরে কোনও স্থগিতাদেশ জারি করেনি। অর্থাৎ প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গড়ে ২৫ হাজার ১৪৪ জন ভোটারকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। যেভাবে প্রতিদিন নির্বাচন কমিশন বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকা নিয়ে নিজেদের তথ্য বদলাচ্ছে তাতে অনেকেই মনে করছেন, 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। নিয়োগকারী প্রভুদের 'স্বার্থ' সুরক্ষিত করতেই আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে দেশে ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সাংবিধানিক সংস্থাটি।

গত মঙ্গলবার (২২ জুলাই) নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, 'বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৫২ লক্ষ 'মৃত, স্থানান্তরিত এবং অযোগ্য' নাম বাদ পড়তে চলেছে।' ওই

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি (সিইটিএ) স্বাক্ষর

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে ভারত ও ব্রিটেন একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) স্বাক্ষর করেছে। ভারতের পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং ব্রিটেনের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব শ্রী জোনাথন রেনল্ডস দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এই অবাধ বাণিজ্য চুক্তি একটি উন্নত রাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে দুটি দেশের অভিন্ন অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত এবং ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ব্রিটেনের মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গত ৬ মে, এই চুক্তির বিষয়ে আলোচনা সফল হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। দুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৫,৬০০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে এর পরিমাণ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারত থেকে যেসব পণ্য রপ্তানী করা হবে সিইটিএ অনুসারে তার মধ্যে ৯৯ শতাংশ পণ্যের জন্য কোনো শুল্ক লাগবে না। এর ফলে, বস্ত্র শিল্প, সামুদ্রিক নানা সামগ্রী, চর্ম, জুতো, খেলাধুলায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম, খেলনা এবং অলঙ্কার শিল্পে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, গাড়ি নির্মাণ এবং জৈব রাসায়ণিক ক্ষেত্রে উপকৃত হবে। ভারতে পরিষেবা শিল্প অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। নতুন চুক্তি অনুসারে তথ্য প্রযুক্তি, আর্থিক ও আইনী পরিষেবা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও বাজার পাবে। ব্রিটেনে যেসব ভারতীয় পেশাদার ব্যক্তিত্বরা কর্মরত, তারা এই চুক্তির ফলে উপকৃত হবেন। এরা মূলত স্থাপত্য শিল্প সহ বিভিন্ন শিল্প, রাঁধুনী, যোগ প্রশিক্ষক এবং সঙ্গীত জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নতুন চুক্তি তাদের ব্রিটেনে কাজ পেতে সহায়তা করবে।

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযুষ গোয়েল বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তিনি এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বলেন, অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকে নিশ্চিত করবে। কৃষক, হস্তশিল্পী, শ্রমিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থার স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকরা এর সুফল পাবেন। ব্রিটেনে কর্মরত ভারতীয় পেশাদার ব্যক্তিত্বরা এবং তারা যে সংস্থায় কর্মরত সেই সংস্থাগুলিকে সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে তিন বছর কোনো আর্থিক বিনিয়োগ করতে হবে না। সিইটিএ আগামী দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। ফলস্বরূপ, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে, যা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং রপ্তানী শিল্পের প্রসার ঘটবে।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

নিবেদন করা হবে ভোগ। তাঁর নির্দেশ মতো শুধুমাত্র পরমান্ন ভোগ দেবীর কাছে যায় আজও। এছাড়া রাতে নিবেদন করা হয় ঘি এবং উৎকৃষ্ট চাল দিয়ে তৈরি অমৃতভোগ। বিশেষ ভোগের খাওয়ার নিয়ম আদ্যাপীঠের ভোগ খেতে চাইলে কুপন কাটতে হয়। যার মূল্য ৬০ টাকা, তবে অর্ধেক টিকিটও কাটা যায় ৩০ টাকা মূল্যের। রাত ৯ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ পর্যন্ত কুপন কাটা যায়। সকাল ১১.৪৫ থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ভোগ দেওয়া হয়। তবে এই সময়টা নির্ভর করে ভক্তদের সংখ্যার উপর।

কতক্ষণ খোলা থাকে আদ্যাপীঠ মন্দির?

ভোর ৪.৩০ থেকে ৫ টা, সকাল ১০.৩০ থেকে ১১ টা এবং সন্ধ্যা ৭ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত আদ্যা মায়ের মন্দির খোলা থাকে।

কীভাবে যাবেন আদ্যাপীঠ?

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন নামতে হবে। এরপর অটো/ টোটো বা রিক্সা করে কিছুক্ষণ দূরত্বে মন্দিরে পৌঁছে যাবেন। এছাড়া বাস বা মেট্রো করেও দক্ষিণেশ্বর যেতে পারেন। এরপর একই ভাবে অটো/ টোটো বা রিক্সা করে আদ্যাপীঠ কালী মায়ের মন্দিরে পৌঁছাতে পারেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে সিবিআই

তোলেন বিশ্বজিৎ সরকারের আইনজীবী।বা সেখানে কি আছে? সিবিআইকে প্রশ্ন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। এখানেই শেষ নয়। সিডিআর নিয়েও ওঠে কথা। সিডিআর চেক করেছেন? অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে পরেশ পালদের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে কি? বিচারপতি প্রশ্ন সিবিআইকে। এরপরই রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এমন হলে তো আপনাদের অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হয়! কেন সঠিকভাবে তিনি দেখেননি? বিচারপতির প্রশ্ন সিবিআইকে।

ভিডিয়োতে কী আছে? কল রেকর্ড বা সিডিআর আছে নাকি? সেটা জমা দিতে হবে সিবিআইকে। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আসছিল অভিজিৎ সরকারের পরিবার। সরাসরি তাঁর মদতেই অভিজিতকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। কিছুদিন আগেই ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিজিৎ খুনের চার্জশিটে তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের পাশাপাশি পরেশ পালেরও নাম জোড়ে সিবিআই।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই সমুদ্রে অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তারপর রহস্যময়ভাবে জন্ম নিচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড, এবং প্রাণের স্পন্দন শুরু হল। এ যেন সেইভাবে কালী উত্থিত হলেন, অসংখ্য মৌল ও যৌগ উপাদান অর্থাৎ দার্শনিক, ধর্মীয়, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মোহনের নির্দেশে ৭৫ বছরে পা রেখে অবসর নেবেন মোদি!

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

নরেন্দ্র মোদি ৭৫ বছরে পা রাখতে চলেছেন। তাহলে কি তাঁকেও সরে যেতে হবে মোহন-পরামর্শ মেনে? কংগ্রেসের যা কিছু অভ্যন্তরীণ লড়াই তা হয় হাটের মাঝে, জনসাধারণের মনোযোগ ও অবগতির বৃত্তে। বিজেপিতে বিষয়টি একেবারে তেমন না। তাদের যা কিছু দলগত বিরোধ, সবই ঘটে বন্ধ দরজার ওপারে। একজন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা দুঃখ করে বলছিলেন। ভেবে দেখলে, কথাটি কিছুমাত্র ভুল নয়। কেরলে শশী থারুরের সঙ্গে কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্কের কথা ভাবলে, বা কর্নাটকে সিদ্ধারামাইয়া বনাম শিবকুমারের তু-তু ম্যায়-ম্যায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়- এই দু'টি দলের সদস্যদের আচরণ কতখানি ভিন্ন মেরুর। কংগ্রেসের গৃহযুদ্ধ যেন আড়ালের তোয়াক্কা করে না। সবই হচ্ছে খুল্লমখুল্লা। অথচ বিজেপিতে, দলগত বিরোধের আঁচড়টুকু অবধি বাইরে থেকে দেখতে পাবেন না। তার মানে কি সেখানে মতানৈক্য নেই, শিবিরের বিপরীতে পালটা শিবির নেই? যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ বনাম অমিত শাহ, বা ভারতীয় জনতা পার্টি বনাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বন্দ্ব কখনও খবরের শিরোনাম হয়নি। আকচাআকচি যা হওয়ার সব মাইকের আওতার বাইরে।

যা শোনা উচিত নয়, এমন কিছু আপনার তাই কানেই পৌঁছবে না। নৈঃশব্দ্যের পুরু চাদরে ঘেরা থাকবে অসংগতি ও অসন্তোষের রেখাবলি। মোহন ভাগবত বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে ৭৫ বছরে 'অবসর' নিতে পরামর্শ দিতে বলেছেন। এই মন্তব্যে কুঁচকে ওঠা ভুরুর সংখ্যা নেহাত কম নয়। নরেন্দ্র মোদি ৭৫ বছরে পা রাখতে চলেছেন। তাহলে কি তাঁকেও সরে যেতে হবে মোহন-পরামর্শ মেনে? মজার কথা, সেপ্টেম্বরে মোহন ভাগবতও পা রাখবেন ৭৫ বছরের জংশনে। বিরোধীরা ইতোমধ্যে মোহন ভাগবতের মন্তব্য লুফে নিয়ে বলতে শুরু করেছে- সংঘ পরিবার আসলে বিজেপির অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিদীর্ণ করে নতুন নেতা তুলে আনতে আগ্রহী! 'মোদির পরে তাহলে কে?' প্রশ্নটি শুনতে লাগে অনেকটা- 'নেহরুর পরে তাহলে কে?' এরকম।

যতই চর্চা হোক, বাস্তবের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপলব্ধি বলে, নরেন্দ্র মোদি আপাতত কোথাও যাচ্ছেন না, প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার ত্বরায় ভুগছেনও না। ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার যাবতীয় স্পৃহা এখনও সমূলে রয়েছে তাঁর অন্তরে। একটি ছোট গল্প বলি। যুবা বয়সে মোদি আহমেদাবাদে তাঁর কাকার ক্যান্টিনে কাজ করতেন। ভাটনগর থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ধরতেন, আর বাস থেকে নামার সময় সঙ্গের ঝোলা বা ব্যাগ বা ওরকম যা থাকত, সেসব বাসের সিটেই রেখে আসতেন, এটি আসলে আসন সংরক্ষণের পন্থা, কেননা কাজের পরে

ও-ই বাসে করেই আহমেদাবাদ থেকে তিনি ফিরবেন যে বাড়িতে! এ গল্প কেন বললাম? বললাম, এ-কথা প্রতিষ্ঠা করতে যে, মোদি যদি একবার চেয়ার দখল করে নেন, তাহলে কারও পক্ষে তাঁকে কুর্সিচ্যুত করা সম্ভব নয়। গল্পটির প্রামাণিকতা প্রশ্নাতীত হয়তো নয়, কেননা গুজরাতের একজন কংগ্রেস নেতার থেকে এটি সংগ্রহ করা। তবে, মোদির মতো 'লার্দার দ্যান লাইফ' চরিত্রের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, এঁরা নিজের নিয়তির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চান। পিছনের সিটে বসতেই চান না, অবসর নেওয়া তো দূরস্থান।

সংঘ পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা সাধারণত খুবই মেপে কথা বলেন, মন্তব্য করার আগে দশবার ভাবেন। তবে কেন মোহন ভাগবত ৭৫ বছরের সময়সীমার কথা উল্লেখ করলেন? বস্তুত, বিজেপির মধ্যে প্রজন্মকেন্দ্রিক পরিবর্তন আনতে সংঘ পরিবার অনেক দিন ধরেই আগ্রহী। বিজেপি ও সংঘের

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

(৩ পাতার পর)

বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে ৬১ লক্ষের নাম

বিবৃতির ২৪ ঘন্টা যেতে না যেতেই গতকাল বুধবার (২৩ জুলাই) ডিগবাজি খেয়ে কমিশন জানিয়েছে, সংশোধিত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে অন্তত ৫৬ লক্ষ নাম। বাদ পড়া নামগুলির মধ্যে অন্তত ২০ লক্ষ 'মৃত' বলে তথ্যপ্রমাণ রয়েছে তাদের কাছে। তালিকা থেকে ছাঁটাই ২৮ লক্ষ ভোটার এখন আর বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা নন। তাঁরা ভিনরাজ্যে থাকেন। অবশিষ্টদের মধ্যে অন্তত সাত লক্ষ জনের নাম একাধিক ঠিকানার ভোটার তালিকায় থাকায় বাদ দেওয়া হয়েছে। এক লক্ষ ভোটারের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। কমিশনের দাবি, বিহারের ৭.৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭ কোটি ২১ লক্ষ সংশোধিত ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ফর্ম পূরণ করেছেন। আগামিকাল শুক্রবারই (২৫ জুলাই) 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার শেষ দিন। ফলে বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ৫৬ লক্ষ নয় বাদ পড়ার সংখ্যা বেড়ে হতে পারে ৬১.১ লক্ষ। তার মধ্যে অন্তত ২১.৬ লক্ষ ভোটার 'মৃত' বলে তথ্যপ্রমাণ মিলেছে। তালিকায় থাকা ৩১.৫ লক্ষ ভোটার এখন আর বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা নন। তাঁরা ভিনরাজ্যে থাকেন। অবশিষ্টদের মধ্যে অন্তত সাত লক্ষ জনের নাম একাধিক ঠিকানার ভোটার তালিকায় থাকায় বাদ দেওয়া হয়েছে। এক লক্ষ ভোটারের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। কমিশনের দাবি, বিহারের ৭.৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭ কোটি ২১ লক্ষ সংশোধিত ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ফর্ম পূরণ করেছেন। আগামিকাল শুক্রবারই (২৫ জুলাই) 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার শেষ দিন। ফলে বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ভাষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পৌরনিগমের

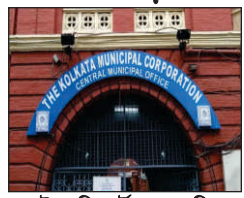

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা :- তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা আন্দোলনের ডাকের মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পৌরনিগমের। পৌরনিগমের অধিবেশন বা কোনও কার্যবিবরণী সভায় ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে প্রশ্ন করা যাবে না। কোনও কাউন্সিলর হিন্দি কিংবা ইংরেজিতে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। এই নির্দেশ দিলেন কলকাতা পৌরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায়।বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব দিতে এই নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে। বাংলাভাষীদের ভিনরাজ্যে হেনস্থার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে ২৭ জুলাই থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে বাংলায় বক্তৃতা করার কথা জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পৌরনিগমের অধিবেশনে বাংলায় প্রশ্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হল কাউন্সিলরদের।মালা রায় বলেন, "এমনিতেই আমাদের পৌরনিগমের অধিবেশনে বেশিরভাগ বাংলাতেই প্রশ্ন হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাউন্সিলররা হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন। সবাই যাতে বাংলায় প্রশ্ন করেন, সেজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৫ পাতার পর)

মোহনের নির্দেশে ৭৫ বছরে পা রেখে অবসর নেবেন মোদি!

মতমালিন্যের কথা পুরুষ্টভাবে সামনে আসে '২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিজেপির সভাপতি জে. পি. নাড্ডা বলেন, বিজেপি এখন শক্তসমর্থ ও স্বাবলম্বী হয়েছে। এক সময় সংঘ পরিবারের সান্নিধ্যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও- এখন বিজেপি এককভাবে পারে নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে। সেই মন্তব্য ঘিরে বলা বাহুল্য সংঘ পরিবারের অভ্যন্তরে বিরাট শোরগোল পড়েছিল। সম্ভবত তা আদতে ছিল আরএসএসের অন্দরে একটি বৃহত্তর অস্বস্তির প্রতিফলন যা একটি বিশেষ রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে আবর্তিত- তা হল, মোদিকে 'ঈশ্বরতুল্য' মনে করা। মোদি ফ্যাক্টর' সরিয়ে ফেললে, রাজনৈতিকভাবে, বিজেপির দুর্বলতা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। বলা বাহুল্য, তিনি শুধুমাত্র 'ব্র্যান্ড হিন্দুত্ব'-র রাজনৈতিক প্রতীক নন, সর্বাধিনায়ক ও দলের মুখ্য তারকা।এক অর্থে, আমরা এমন এক 'মোদিমোহ'-য় রয়েছি যেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা ব্যক্তিপুজোয় ডুবে। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, এমনকী বিজেপিশাসিত নানা রাজ্যে অভিন্ন নাগরিক বিধি প্রণয়নের প্রচেষ্টা- অস্বীকার করার উপায় নেই- মোদি সরকারই আরএসএসের মূল অ্যাজেন্ডার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। বলা যেতে পারে, বিজেপির রাজনৈতিক আধিপত্যই আরএস-কে দীর্ঘ দিনের লালিত মনোবাঞ্ছা সাকার করার সুযোগ করে দিয়েছে- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সাংস্কৃতিক মঞ্চ- এমনকী, সংবাদমাধ্যমেও আরএসএস যে প্রচারের আলো দেখল মোদির হাত ধরে- তা অভূতপূর্ব।ভাগবত নিজেও বিলক্ষণ জানেন সরাসরি মোদিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি বড়জোর লক্ষণরেখা টানতে পারেন, মোদি-শাহ জুটির স্বৈরাচারী নেতৃত্বে। 'অবসর নিন' লিখে বেলুন তিনি হাওয়ায় ভাসাতেই পারেন, দাবার প্রথম দান হিসাবে, কিন্তু 'চেকমেট' করার মুরোদ তাঁর নেই।

এই মোদি-শাহ জুটিই ২০১৫ সালে 'মার্গদর্শক মণ্ডল' চালু করেছিল, যার মূল লক্ষ্য, ৭৫ বছরেরও উর্ধে যে সমস্ত প্রবীণ নেতা রয়েছেন, তাঁদের দল থেকে সরে যেতে না-বলে একটি বিশেষ 'প্রতীকী মণ্ডলী' তৈরি করা। কেন 'প্রতীকী'? কারণ তাঁরা কেউ-ই দলের কোনও সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। সেই তালিকায় রয়েছেন বর্ষীয়ান লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশির মতো বিজেপি নেতা। আরএসএস বুঝে গিয়েছে, ৭৫ ছুঁয়ে ফেললেও মোদির উপর 'মার্গদর্শক'-এর 'সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না' চাল খাটানো যাবে না। তবুও তারা মনেপ্রাণে চায় মোদি-পরবর্তী জমানায় বিজেপির তরুণ নেতৃত্বের পথ যাতে মসৃণ, নিশ্চিত ও আয়াসহীন হয়। তাই বিজেপি 'কৌন বনেগা বিজেপি সভাপতি' বলে যতই উদাত্ত কণ্ঠ ছাড়ুক না কেন, আখেরে ক্ষমতার বাতাস কোন পালে হাওয়া দিচ্ছে- তা আর জানতে কারও বাকি নেই।

সিনেমার খবর

বিশ্বের জনপ্রিয় ৫০ শিল্পীর তালিকায় একমাত্র ভারতীয় প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয়তা মাপার অন্যতম মাপকাঠি আইএমডিবি। নিয়মিতভাবেই তারা প্রকাশ করে এক তালিকা—'জনপ্রিয় তারকা'। এই তালিকায় স্থান পায় সেইসব মুখ, যাঁদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী চলে সবচেয়ে বেশি আলোচনা, অনুসন্ধান আর আগ্রহ। শীর্ষ ৫০ তারকার এই তালিকায় এবার চমক নিয়ে হাজির হয়েছেন বলিউডের এক সময়ের ডিভা, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়মিত পদচারণা করা প্রিয়াঙ্কা এই তালিকার ২২ নম্বরে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি হলিউড সিনেমা 'হেডস অব স্টেট'–এ অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। ২ জুলাই মুক্তি পাওয়া এই অ্যাকশন-কমেডি সিনেমায় তাঁকে একেবারে নতুন এক অবতারে দেখা গেছে। পাশাপাশি বলিউডে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে 'ডন ৩'–এ অভিনয়ের গুঞ্জন যেন তাঁর জনপ্রিয়তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে আইএমডিবির খোঁজাখুঁজির শীর্ষে উঠে এসেছেন এক সময়ের এই মিস ওয়ার্ল্ড।

কিন্তু সবচেয়ে চর্চিত মুখ কে? তিনি হলেন ডেভিড কোরেন্সওয়েট। সুপারম্যান হিসেবে বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেই যেন বিশ্ব মুগ্ধ করে দিয়েছেন। ১১ জুলাই মুক্তি পাওয়া 'সুপারম্যান' সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ নিয়ে আগে থেকেই

উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। সিনেমা মুক্তির পর সেই উত্তেজনা পরিণত হয়েছে তুমুল আলোচনায়। ভক্তরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন ডেভিড সম্পর্কে আরও জানতে। আর তাই তিনি এখন আইএমডিবির আলোচিত তারকাদের তালিকার এক নম্বরে।

এই তালিকার ২ নম্বরে রয়েছেন র‍্যাচেল ব্রসনাহান। তিনিও 'সুপারম্যান'-এর মাধ্যমে আলোচনায় আসেন। যদিও সিনেমায় তাঁর চরিত্রটি বড় নয়, তবে উপস্থিতিটি যথেষ্ট দৃঢ় এবং স্মরণীয়। একই সঙ্গে ১১ এপ্রিল মুক্তি পাওয়া 'দ্য অ্যামেচার' সিনেমায় প্রধান চরিত্রে তাঁর অভিনয়ও আলোচনায় রয়েছে। অভিনয়ের পরিপক্কতা এবং ভিন্নধর্মী চরিত্র বেছে নেওয়ার দিক থেকে প্রশংসা পাচ্ছেন এই অভিনেত্রী।

৩ নম্বরে রয়েছেন নিকোলাস হল্ট। গত বছর 'নসফেরাতু'-এ অভিনয়ের পর থেকেই তাঁকে নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে দর্শকদের। এবার 'সুপারম্যান' সিনেমায় নতুন এক চরিত্রে হাজির হয়ে আবারো আলোচনায় এসেছেন তিনি। সিনেমার পরিচালকরাও যে আলোচনার কেন্দ্রে আসতে পারেন, সেটার বড় প্রমাণ জেমস গান। 'সুপারম্যান'-এর পরিচালক হিসেবে তাঁর নাম এখন সবার মুখে মুখে। একাধিক জনপ্রিয় সুপারহিরো ফ্র্যাঞ্চাইজির স্রষ্টা এই নির্মাতা আইএমডিবির তালিকায় উঠে এসেছেন ৪ নম্বরে।

৫ নম্বরে চমকে দেওয়া এক নাম—ম্যাগি কিউ। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'দ্য ফ্যামিলি প্ল্যান'-এর পর তিনি যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালেই বাজিমাত করলেন দুইটি ভিন্ন ধারার সিরিজ দিয়ে। 'বস: লিগ্যাসি' এবং 'ব্যালাড'—এই দুই সিরিজে ম্যাগি কিউ-এর উপস্থিতি নজর কেড়েছে সমালোচকদেরও। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তালিকার ৬২৬ নম্বরে থাকা এই অভিনেত্রী এখন সোজা উঠে এসেছেন সেরা পাঁচে।

এই তালিকা থেকে স্পষ্ট, সিনেমা বা সিরিজে বড় ভূমিকা না থাকলেও, আলোচনায় উঠে আসা এবং দর্শকের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকাই এখন জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। কেউ কেউ কাজ দিয়ে মুগ্ধ করছেন, কেউবা গুঞ্জনের ঢেউ তুলে স্থান করে নিচ্ছেন শীর্ষে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিশ্ববাসী এখন আগ্রহের চোখে দেখছে ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। হলিউড-বলিউড মিলিয়ে তাঁর সামনের দিনগুলো হয়তো আরও আলোচিত হয়ে উঠবে।

প্রখ্যাত অভিনেতা ধীরজ কুমার আর নেই

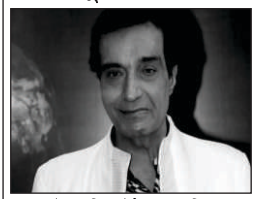

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় প্রখ্যাত প্রযোজক ও অভিনেতা ধীরজ কুমার আর নেই। মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

মঙ্গলবার পরিবারের বরাত দিয়ে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো।

দীর্ঘদিন ধরেই নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন ধীরজ কুমার। সোমবার তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ভারতীয় বিনোদন জগতে ধীরজ কুমার এক উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৬৫ সালে বিনোদন দুনিয়ায় পদার্পণ করেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুতে একটি ট্যালেন্ট কন্টেস্টে তিনি সুভাষ ঘাই ও রাজেশ খান্নার মতো তারকাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নজর কাড়েন।

২১টিরও বেশি পাঞ্জাবি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। টেলিভিশনেও তার অবদান অনস্বীকার্য। তার প্রযোজনা সংস্থা 'ক্রিয়েটিভ আই' এর ব্যানারে তিনি কিছু জনপ্রিয় ধারাবাহিক উপহার দিয়েছেন।

অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি 'স্বামী' এবং 'ক্যায়া কারু সজনী আয়ে না বলম' এর মতো সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করেছেন। সম্প্রতি তাকে মুম্বাইয়ের একটি মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাসিমুখে দেখা গিয়েছিল। সেখানে তিনি মঞ্চে উঠে বক্তব্যও রেখেছিলেন।

সিদ্ধার্থ–কিয়ারার ঘরে এলো কন্যাসন্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি প্রথমবারের মতো বাবা-মা হয়েছেন। ১৫ জুলাই মুম্বাইয়ের রিলায়েন্স হাসপাতালে কিয়ারা কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। স্বাভাবিক প্রসবেই শিশুর জন্ম হয় বলে একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে।

তবে এই খবর এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেননি এই দম্পতি।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের প্রথম সন্তানের প্রত্যাশার কথা জানান কিয়ারা ও

সিদ্ধার্থ। পোস্টটিতে একটি ছোট শিশুর মোজা হাতে ধরে থাকা ছবি দিয়ে লিখেছিলেন, "আমাদের জীবনের সেরা উপহার... শিগগিরই আসছে।"

সিদ্ধার্থ ও কিয়ারার প্রথম পরিচয় হয় এক পার্টিতে। এরপর ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'শেরশাহ'-এর সেটে তাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও, ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের জয়সলমীরে এক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই জুটি দুজনেই আগামী মাসে বড় বাজেটের ছবি নিয়ে পর্দায় ফিরছেন। সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে দেখা যাবে জাহ্নবী কাপুরের বিপরীতে 'পরম সুন্দরী' সিনেমায়। অন্যদিকে কিয়ারা আদভানিকে দেখা যাবে হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআরের সঙ্গে স্পাই ইউনিভার্সভুক্ত 'ওয়ার ২' ছবিতে, যা মুক্তি পাবে স্বাধীনতা দিবসে।

টেস্টে ৩৮তম সেঞ্চুরি, রানে টপকে গেলেন তিনজনকে; সামনে শুধুই সচিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতকে দেখলেই কি আলাদা করে জ্বলে ওঠেন? বলাই যায়! টেস্ট ক্রিকেটে আরও একটা সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে কেরিয়ারের ৩৮তম টেস্ট সেঞ্চুরি। এর মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধেই ১২টি। শুধু তাই নয়। টেস্ট ক্রিকেটে রানের নিরিখে ছাপিয়ে গেলেন তিন কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়, জ্যাক কালিস এবং রিকি পন্টিংকে। টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান স্কোরার হলেন জো রুট। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ১২০ রানের ইনিংসে রিকি পন্টিংকে ছাপিয়ে গেলেন জো রুট। টেস্ট ক্রিকেটে কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের ধারেকাছে শুধুই জো রুট।

টেস্টে সচিন তেন্ডুলকরের রয়েছে ১৫ হাজার ৯২১ রান। টেস্টে এই রান কোনওদিনই কেউ ছাপিয়ে যেতে পারবেন কি না, এই নিয়ে সন্দেহ থাকেই। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যায়, যদি কেউ পারেন, তিনি অবশ্যই জো রুট। সবে ৩৪ বছর তাঁর। এখনও তিন-চার বছর খেলার সুযোগ থাকবে তাঁর সামনে। ফিটনেস কিংবা ফর্ম বাধা হয়ে না দাঁড়ালে সচিন তেন্ডুলকরকে ছাপিয়ে টেস্টে সর্বাধিক রান স্কোরার হওয়া অবিশ্বাস্য নয়।

এতদিন সচিন তেন্ডুলকরের পরের জায়গা ছিল রিকি পন্টিংয়ের। তিনি করেছিলেন ১৩ হাজার ৩৭৮ রান। ১৩ হাজার ৩৭৯ ছাপিয়ে এখনও ক্রিজে জো রুট। চা বিরতি অবধি তাঁর মোট স্কোর ১৩ হাজার ৩৮০। এই রান থেকেও যদি হিসেব করা যায়, সচিনকে ছাপিয়ে যেতে রুটের আরও প্রয়োজন ২৫৪২ রান। তিন-চার বছর এবং ৩০টি টেস্ট খেললে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরকে ছাপিয়ে যেতেই পারেন জো রুট।

বার্সেলোনায় সম্ভাবনাময় উইঙ্গার রুনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনায় নতুন তারকা। ১৯ বছর বয়সেই নজর কাড়া পারফরম্যান্সের সুবাদে সুইডিশ উইঙ্গার রুনি বার্দগিকে দলে ভিড়িয়েছে কাতালান ক্লাবটি। সোমবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে কোপেনহেগেনের এই তরুণ ফুটবলারকে চার বছরের চুক্তিতে দলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বার্সেলোনা।

কুয়েতে জন্ম নেওয়া বার্দগি খেলবেন ২০২৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। যদিও তার ট্রান্সফার ফি সম্পর্কে কিছু জানায়নি বার্সা কর্তৃপক্ষ।

বার্দগি ২০২০ সালে এফসি কোপেনহেগেনের যুব দলে যোগ দেন এবং মাত্র দুই বছরের মাথায় জায়গা করে নেন মূল দলে। দ্রুতই তিনি হয়ে ওঠেন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মাঝখানে এক বছরের জন্য চোটে পড়লেও ফিরে এসে ফের নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখেন এই ডানপ্রান্তের গতি সম্পন্ন ফুটবলার।

ইউরোপের সবচেয়ে প্রতিভাবান তরুণদের একজন হিসেবে ধরা হয় বার্দগিকে। কোপেনহেগেনের হয়ে তিনি ৮৪টি ম্যাচে মাঠে নেমে করেছেন ১৫ গোল, সঙ্গে রয়েছে একটি অ্যাসিস্ট। তার হাত ধরে ক্লাবটি জিতেছে তিনটি ডেনিশ লিগ ও দুটি ডেনিশ কাপ।

লজ্জার হারের পর কিংবদন্তিদের নিয়ে জরুরি সভা উইন্ডিজের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারের পর জরুরি সভা ডেকেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তিন ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং গ্রেট ক্লাইভ লয়েড, ভিভিয়ান রিচার্ডস ও ব্রায়ান লারাকে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দলের 'খুবই হতাশাজনক' পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করার জন্য 'ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অফিসিয়েটিং কমিটিতে' আরও তিন সাবেক ক্রিকেটার শিবনারাইন চন্দরপল, ডেসমন্ড হেইন্স ও ইয়ান ব্র্যাডশর সঙ্গে যোগ দেবেন ওই তিন জন।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন টেস্টের সবকটিতে তিন দিনের মধ্যে হারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হয় জ্যামাইকায় শেষ টেস্টে; ২০৪ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নিদারুণ ব্যাটিং ব্যর্থতায় স্রেফ ১৪.৩ ওভারে ২৭ রানে গুটিয়ে যায় রোস্টন চেইসের দল। গত ৭০ বছরে সর্বনিম্ন ও ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর এটি। ১৯৫৫ সালে অকল্যান্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৬ রানে অলআউট হয়েছিল নিউজিল্যান্ড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাত ব্যাটসম্যান আউট হন শূন্য রানে, টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে কোনো দলের যা সর্বোচ্চ শূন্যর রেকর্ড। তাদের প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানের সম্মিলিত রান মোটে ৬, এটিও বিশ্ব রেকর্ড। বিব্রতকর রেকর্ড হয়েছে আরও কিছু।

ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি ড. কিশোর শ্যালো এক বিবৃতিতে বলেন, এমন বেদনাদায়ক পরাজয়ের পর সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি 'নির্ঘুম রাত' কাটবে। একই সঙ্গে দল পুনর্গঠনের জন্য সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি।

টেস্ট সিরিজের পর এখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আগামী মাসে ঘরের মাঠেই সীমিত ওভারের সিরিজ খেলবে তারা পাকিস্তানের বিপক্ষে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR